যায়যায়দিন

তারিখ ... 6 JAN 2010 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ...

যায়যায়দিন

চল্লিশ হাজার মানুষ বিদ্যালয় একটি

প্রাথমিক শিক্ষায় দৈন্যের প্রমাণ

বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হলে শিক্ষার বিকল্প নেই কিংবা দেশ গড়তে হলে চাই একটি শিক্ষিত জাতি। এ কথাগুলো এখন জ্ঞানীদের মুখ থেকে শুনতে হয় না, আমাদের দেশের এমপি, মন্ত্রী কিংবা নীতিনির্ধারকরাই সভা-সমাবেশে বলে বেড়ান। জ্ঞানগর্ভ এ কথাগুলো তারা বলে বেড়ালেও শিক্ষা ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখনো কতোটা পিছিয়ে আছে যায়যায়দিনের রিপোর্টে উঠে আসা একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থার দিকে তাকালে তা সহজে বোঝা যায়।

চল্লিশ হাজার মানুষের জন্য রয়েছে মাত্র একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। চট্টগ্রামের আগ্রাবাদ ২৪ নাম্বার ওয়ার্ডে অবস্থিত একমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির নাম 'আবদুল হাকিম মিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়'। এখানে শিশু থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত প্রতি ক্লাসে রয়েছে দেড় শতাধিক ছাত্রছাত্রী। পুরো স্কুলে মোট ১ হাজার ৪৫৫ ছাত্রছাত্রীর বিপরীতে শিক্ষক রয়েছেন মাত্র ১০ জন। নিম্নআয়ের অসংখ্য অভিভাবক যাদের পক্ষে সম্ভব নয় সন্তানদের কিন্ডারগার্টেন স্কুলে পড়ানো তাদের একমাত্র ভরসা এ স্কুল। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে শ্রেণীকক্ষ ও শিক্ষক স্বল্পতার কারণে স্কুলে নতুন বছরে ছাত্রছাত্রী ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে না। তাহলে এরা যাবে কোথায়?

এ স্কুলটির দিকে তাকালে আমাদের বুঝতে কষ্ট হয় না 'সবার জন্য শিক্ষা ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা' এ কথাগুলো শুধু কাগজপত্রেই আছে, বাস্তবে নয়। আর সে কারণেই আমাদের নতুন প্রজন্মকে শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ দেয়ার বিষয়গুলো যতোটা মিডিয়ায় শোভা পায় ততোটা কার্যকর হয় না।

যে দেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করছে সে দেশের সবার পক্ষে সম্ভব নয় অনেক টাকা খরচ করে তাদের সন্তানদের বেসরকারি স্কুলে পড়ানো। তাই তাদের একমাত্র ভরসা সরকারি স্কুল। কিন্তু সরকারি স্কুলই যদি না থাকে তাহলে সন্তানদের তারা পড়াবে কোথায়। এ বাস্তবতা অস্বীকার করার সুযোগ না থাকলেও এ শিশুগুলোর ভবিষ্যৎ নিয়ে আমাদের সরকার ভাবে বলে মনে হয় না। শুধু প্রাথমিক নয় মাধ্যমিক পর্যায়েও সরকারি বা আধাসরকারি স্কুলের স্বল্পতার কারণে অনেক বাবা-মা তাদের সন্তানদের স্কুলে দিতে পারেন না।

সন্দেহ নেই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে বিনামূল্যে বই বিতরণ কিংবা মেয়েদের বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ দান শিক্ষিত প্রজন্ম গড়ার ক্ষেত্রে উৎসাহব্যঞ্জক। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে এ সুযোগ সমাজের কতো শতাংশ মানুষ পায় তা হিসাব করা প্রয়োজন। যে দেশে বাবা-মা সন্তানকে প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি করানোরই সুযোগ পায় না সে দেশে শিক্ষিত প্রজন্ম গড়ে উঠবে এটা আশা করা যায় না।

জনসংখ্যা অনুপাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার ব্যাপারে সরকারের মনোযোগী হওয়া উচিত। একইসঙ্গে বাবা-মা যাতে সন্তানদের স্কুলে দিতে প্রতিবন্ধকতার শিকার না হন সে নিশ্চয়তাও সরকারকে দিতে হবে। আমরা আশা করবো, এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয় দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

জনসংখ্যা অনুপাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার ব্যাপারে সরকারের মনোযোগী হওয়া উচিত। একইসঙ্গে বাবা-মা যাতে সন্তানদের স্কুলে দিতে প্রতিবন্ধকতার শিকার না হন সে নিশ্চয়তাও সরকারকে দিতে হবে। আমরা আশা করবো, এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয় দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করবে।